পুষ্টিচাল

২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্য নীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি ও জিরো হাঙ্গার অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। ইহা অর্জনের লক্ষ্যে এবং পল্লি অঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারনের পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে সাধারনতঃ পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে প্রতীকি মূল্যে (প্রতিকেজি ১০ টাকা হারে) বছরে ৫ মাস প্রতিমাসে ৫০ লাখ পরিবারকে চাল প্রদান করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলার দারিদ্র পীড়িত ২টি উপজেলা, কুড়িগ্রাম সদর এবং ফুলবাড়ি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রমটি শুরু হয়ে বর্তমানে ২৫টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলছে। এ কার্যক্রমে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি শুরু থেকেই খাদ্য মন্ত্রণালয়কে টেকনিক্যাল সার্পোটসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণনালয়ের সহযোগিতায় ২০১৩ সন হতে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ভিজিডি কর্মসূচিতে মোট ৯৬টি উপজেলায় বিনামূল্যে পুষ্টিচাল বিতরণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল ৩টি উপজেলায় সহায়তা প্রদান করছে। পুষ্টিচালে Vitamin-A, B, B-12; Folic Acid, Iron ও Zinc মিশ্রিত থাকে। WFP & ICDDR B 2015-17 সালে ভিজিডি কর্মসূচিতে পুষ্টি সমীক্ষা চালায়। দেখা গেছে এনেমিয়া ৪.৮% কমেছে, Zinc ঘাটতি ৬% এবং Vitamin-A ঘাটতি ২.৫% কমেছে।